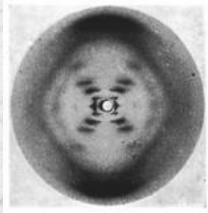


## ৬০তম বার্ষিকী পূর্ববর্তী উদ্ভাবনের উপর ভিত্তি করে মেডিকেল ফিজিক্স



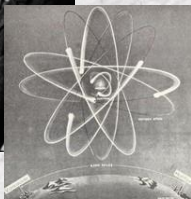
### ১৯৭২

গডফ্রে হাঙ্গফিল্ড প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ সিটি স্ক্যানার। তিনি অ্যালান ম্যাকলিওড কর্মাকের সাথে যৌথভাবে প্রযুক্তিটি আবিষ্কার করেন। হাঙ্গফিল্ড এর নামানুসারে, তেজস্ক্রিয় ঘনত্বের পরিমাপ একক HU ব্যবহার করা হয়। হাঙ্গফিল্ড এবং কর্মাক, ১৯৭৯ সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।



### ১৯৫০ এর দশক

রেডিওথেরাপির অগ্রগতির দশক। ১৯৫১ সালে হ্যারল্ড জনস কোবাল্ট-৬০ টেলিথেরাপি ইউনিট আবিষ্কার করেন। ১৯৫৩ সালে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য প্রথম ক্লিনিকাল লিনিয়ার এক্সিলারেটর ইনস্টল করা হয়েছিল। এই অগ্রগতি কাজটি চিকিৎসা পদার্থবিদ্যাকে স্বাস্থ্যসেবার একটি অনন্য ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

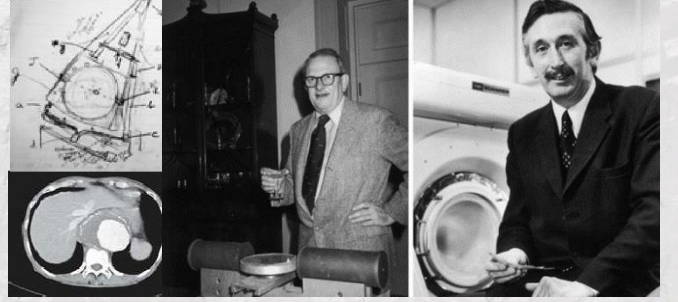


### ১৮৯৫

রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কার করেছিলেন যা মেডিকেল ডায়াগনস্টিকসে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ, রন্টজেন ১৯০১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

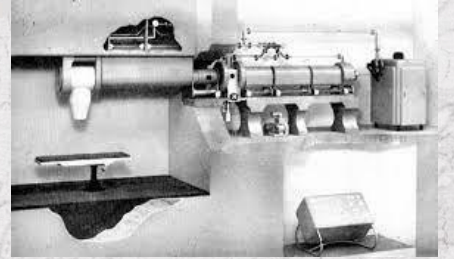
### ১৯৮০

জন ম্যালার্ড এবং তার দল, ফুল-বডি এমআরআই স্ক্যানার ব্যবহার করে রোগীর অভ্যন্তরীণ টিস্যুর প্রথম ক্লিনিক্যালি প্রয়োজনীয় ইমেজ পেয়েছিল। ১৯৭৩ সালে পল লটারবার প্রথম এমআরআই ইমেজ উৎপাদন করেছিল, যখন পিটার ম্যানসফিল্ড এমআরআই এর প্রযুক্তিগুলো পরিমার্জিত করেছিল। ল্যানটেনবার এবং ম্যানসফিল্ড ২০০৩ সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।



### ১৯৫২

ফ্যাকলিন এর এক্স-রে ডিফ্যাকশনের উপর কাজটি ডিএনএর গঠন প্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল, যা সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই-এর মতো মেডিকেল ইমেজিং প্রযুক্তির বিকাশের পথ তৈরি করেছিল।



### ১৯০৩

মেরি কুরি এবং হেনরি বেকারেল এর তেজস্ক্রিয়তার উপর এক নতুন পদ্ধতির গবেষণা যা চিকিৎসা পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং যা রেডিওথেরাপিকে ক্যান্সারের চিকিৎসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল।

